সমকাল

তারিখ 30 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেধাবীদের বৃত্তি দিল শাহ্‌জালাল ব্যাংক

শিক্ষা বৃত্তি

■ সমকাল প্রতিবেদক

২০১৬ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অসচ্ছল পরিবারের ৫০০ মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়েছে শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক। বিভিন্ন কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এসব শিক্ষার্থীকে বৃত্তি বাবদ ২ কোটি ৪৬ লাখ টাকা দেওয়া হবে। গতকাল শনিবার রাজধানীর অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছর শিক্ষা বৃত্তি দিয়ে আসছে। এতদিন এককালীন বৃত্তির অর্থ দেওয়া হতো। শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এবার থেকে মাসিক ভিত্তিতে অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। গতকাল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে এক মাসের বৃত্তিসহ বই ও পোশাক কেনার জন্য ৭ হাজার টাকা এবং স্নাতক শিক্ষার্থীদের সাড়ে ৭ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। পরবর্তীতে মাসিক ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ২৩ মাস এক হাজার টাকা করে এবং স্নাতক পর্যায়ে ৪৭ মাস দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে এ অর্থ চলে যাবে।

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. তৌহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান। অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবকসহ ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান হারুন মিয়া, পরিচালক সানাউল্লাহ সাহিদ, মোহাম্মদ ইউনুছ, ফকির আখতারুজ্জামান, খন্দকার শাকিব আহমেদ, গোলাম কুদ্দুছসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদানে শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের এ উদ্যোগ একটি মহৎ কাজ। ব্যাংকটি শুরু থেকে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক বিভিন্ন কাজে প্রশংসনীয়ভাবে অবদান রেখে চলেছে।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান বলেন, টাকার অভাবে পড়তে পারে না এমন শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করে বৃত্তি দিচ্ছে শাহ্‌জালাল ব্যাংক। নিয়মিত বৃত্তির বাইরে আগামী ৭ মে উপবৃত্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে আরও ৩ কোটি টাকা দেওয়া হবে। ব্যাংকের এমডি বলেন, এবার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীকে মোট ৩০ হাজার টাকা ও স্নাতক পর্যায়ে ৭৮ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....................
তারিখ.....................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর